গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ
(গঠিত- ১৯৬৯ সাল)

প্রথম অনুচ্ছেদ

সংজ্ঞাবলী: এ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিষয় বা প্রসংগের সাথে অন্য কিছুর বৈরিতা না থাকলে-

ক) 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বোঝাবে।

খ) 'গঠনতন্ত্র' বলতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র বোঝাবে।

গ) 'সমিতি' বলতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বোঝাবে।

ঘ) 'শিক্ষক' বলতে বোঝাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রফেসর, সহযোগী প্রফেসর, সহকারী প্রফেসর ও লেকচারার।

ঙ) 'সাধারণ সভা' বলতে বোঝাবে সমিতির কোন বিষয় আলোচনার জন্য সমস্ত শিক্ষকের আহুত সভা।

চ) 'কার্যনির্বাহী কমিটি' বলতে শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদ বোঝাবে।

ছ) 'কার্যনির্বাহক কর্মকর্তা' বলতে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির ব্যক্তিবর্গকে বোঝাবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নাম: এ সংগঠনের নাম হবে "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ময়মনসিংহ"।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: এ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে-

ক) শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং যৌথ কার্যাবলীর বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন।

খ) শিক্ষকদের সামগ্রিক কল্যাণের তত্ত্বাবধান।

গ) বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সম্মান ও স্বার্থ সমুন্নত রাখা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

আয়ের উৎস: এ সমিতির খরচপত্রাদি সদস্যবৃন্দের অথবা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অপর যে কোন উৎস সমূহের চাঁদা, অনুদান অথবা উপহার দ্বারা মেটানো হবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

সদস্য পদ: নিম্নেবর্ণিত দুই প্রকারের সদস্য থাকবে-

ক) সাধারণ সদস্য

খ) সম্মানসূচক সদস্য

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা:

ক) সাধারণ সদস্য: যে কোন ক্ষমতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এ সমিতির সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

গ) সম্মানসূচক সদস্য: এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রাক্তন শিক্ষক অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে মূল্যবান অবদানের জন্য কোন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে এ পদ দেয়া যেতে পারে। সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার পরই শুধু কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক সদস্য পদ দেয়া হবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

সদস্যবৃন্দের অধিকার ও সুবিধাবালী:

সমস্ত সদস্যের সমপরিমাণ অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে। তবে সম্মানসূচক সদস্যের কোন প্রকার ভোট দেয়ার অধিকার থাকবে না এবং তিনি সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এই অনুচ্ছেদটির কখনও সংশোধন করা চলবে না।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

সদস্যপদের জন্য চাঁদা:

সমিতির বিধান অনুসৃত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে সাধারণ সদস্যবৃন্দকে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি কতৃক প্রস্তাবিত ও সাধারণ সভায় অনুমোদিত হারে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

নবম অনুচ্ছেদ

সমিতির কার্যাবলী:

সমিতির প্রধান কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

ক) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যাবলী।

খ) শিক্ষকদের সাধারণ কল্যাণ বিষয়ক কার্যাবলী।

দশম অনুচ্ছেদ

সমিতির ব্যবস্থাপনা:

এ গঠনতন্ত্রের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের (ক) ধারায় বর্ণিত ভোটদানে বৈধ সাধারণ সদস্যদের দ্বারা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে। উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সমিতির যথাযথ কার্যাবলী সম্পাদন এবং সার্বিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদে বহাল থাকবেন।

একাদশ অনুচ্ছেদ

কার্যনির্বাহী কমিটি:

নিম্নরূপ পনের জন নির্বাচিত সদস্য দ্বারা কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে:

ক) সভাপতি ১
খ) সহ-সভাপতি ১
গ) কোষাধ্যক্ষ ১
ঘ) সাধারণ সম্পাদক ১
ঙ) যুগ্ম সম্পাদক-১ .....১
যুগ্ম সম্পাদক-২ .....১
চ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১
ছ) তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রচার সম্পাদক ১
জ) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ১
ঝ) সদস্য ৬

মোট = ১৫

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলী:

ক) সমিতির বাৎসরিক কর্মসূচি ও বাজেট প্রস্তুত করা এবং সাধারণ সভায় আলোচনা ও গৃহীত হওয়ার জন্য পেশ করা। যদি অফিস গ্রহণের এক মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভার কাছে বার্ষিক কর্মসূচি ও বাজেট পেশ না করে তবে সমিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ) গঠনতন্ত্র অনুসারে সমিতির সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) সমিতির কার্যনির্বাহকদের নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুপারিশ তৈরী করা এবং তা যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা।

ঘ) সমিতির কাজের জন্য লোক নিয়োগের পদ সৃষ্টি করা ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার অধিক খরচের জন্য অনুমতি প্রদান করা।

ঙ) গঠনতন্ত্র অনুসারে সমিতির সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

সমিতি কার্যনির্বাহকদের কার্যাবলী:

১। সভাপতি

ক) সভাপতি সমিতির গঠনতান্ত্রিক প্রধান থাকবেন। গঠনতন্ত্র অনুসারে তিনি কাজ করবেন এবং গঠনতন্ত্র তাঁকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছে তা তিনি প্রয়োগ করবেন।

খ) তিনি উপস্থিত থাকলে সকল সাধারণ সভায় ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ) জরুরী প্রয়োজনবোধে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে আদেশ দিতে পারবেন। কিন্তু আদেশ দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তা বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

ঘ) সভাপতি তাঁর সকল কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি ও এর মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের কাছে দায়ী থাকবেন।

২। সহ-সভাপতি

সভাপতি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে সহ-সভাপতি সভাপতির সকল নিয়মিত কাজ করবেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। কোষাধ্যক্ষ

ক) কোষাধ্যক্ষ কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা করে বার্ষিক বাজেট তৈরী করবেন এবং সাধারণ সভায়

অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

খ) কোষাধ্যক্ষ সমিতির পক্ষে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করবেন।

গ) কোষাধ্যক্ষ একটি হিসাব বই (Cash book) রক্ষা করবেন। তাতে তিনি অর্থ গ্রহণ ও প্রদানের সকল হিসাব রক্ষা করবেন। সমিতির সমস্ত হিসাবের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে।

ঘ) সমিতির পক্ষে গৃহীত সমস্ত অর্থ কোষাধ্যক্ষ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা দিবেন। তিনি, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি যৌথভাবে হিসাব পরিচালনা করবেন। উপরোক্ত ৩ জনের যে কোন ২ জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলন করা যাবে। কোষাধ্যক্ষ ১৫ দিন বা তার বেশী অনুপস্থিত থাকলে সহ-সভাপতি কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট অডিট টিম দ্বারা অডিট সম্পন্ন করে দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ/ অডিট টিম কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে।

৪। সাধারণ সম্পাদক

ক) সাধারণ সম্পাদক সমিতির নির্বাহী প্রধান থাকবেন এবং তিনি গঠনতন্ত্র অনুসারে কাজ করবেন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তিনি তাঁর সকল কাজের জন্য সভাপতির কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি ও সমিতির সাধারণ সদস্যদের কাছে দায়ী থাকবেন।

খ) তিনি সকল সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন। তিনি তাঁর আহুত সকল সভার কার্য ও ধারা বিবরণী (Minutes and Proceedings) রক্ষা করবেন।

গ) তিনি সমিতির সমস্ত সম্পত্তির রক্ষক এবং এ সমস্ত সম্পত্তির সুষ্ঠু হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা উপযোগী মনে করেন সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঘ) তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সৃষ্ট পদে ও অনুমোদিত বেতনে সমিতির কাজের জন্য লোক নিয়োগ করবেন।

ঙ) সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা করে বার্ষিক কর্মসূচি তৈরী করবেন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকাল শেষ হওয়ার অনতিপূর্বে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসূচি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

চ) তিনি সমিতির পক্ষে সমিতির জন্য জিনিসপত্র ক্রয় করবেন এবং টাকা পরিশোধ করবেন। এর জন্য তিনি দ্বাদশ অনুচ্ছেদের (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫। যুগ্ম-সম্পাদক

যুগ্ম-সম্পাদক-১

যুগ্ম-সম্পাদক-১ সমিতির সমস্ত কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত সমিতির দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করবেন।

যুগ্ম-সম্পাদক-২

যুগ্ম-সম্পাদক-২ সমিতির সমস্ত কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত সমিতির দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদক-১ এর অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করবেন।

৬) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সমিতির সদস্যবৃন্দের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।

৭) তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রচার সম্পাদক

তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রচার সম্পাদক সমিতির তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সার্বিক কর্মকাণ্ড কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সমিতির প্রচারকার্য সম্পাদন করবেন।

৮) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সমিতির সদস্যবৃন্দের কল্যাণমূলক সার্বিক কর্মকাণ্ড কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।

৬। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ

ক) গঠনতন্ত্র অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা ও কাজ ছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির ভিতরে তাঁদের অধিকার ও বিশেষ অধিকার (Rights & Privileges) বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য একই প্রকার থাকবে।

খ) যদি কোন সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী কমিটির পর পর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তৃতীয় সভার দিন থেকে তাঁর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন:

ক) প্রতি বৎসর যথাসম্ভব ডিসেম্বর মাসে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে বিদায়ী কমিটি নব-নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। কোন কারণে দায়িত্ব হস্তান্তর বিলম্বিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ সাধারণত ১ বছর। বিশেষ কারণে সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ বর্ধিত করা যেতে পারে। অন্যথায় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে কমিটি সয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

অনাস্থা ও বিশেষ অবস্থায় সমিতির নির্বাচন:

ক) কোন সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দুই-তৃতীয়াংশ অনাস্থা ভোটে কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল হয়ে যাবে। সভাপতিকে সম্ভাষণ করে এবং ভোট দেয়ার যোগ্য সদস্যবৃন্দের ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত লিখিত দরখাস্ত করে এ রকম অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হবে। এ রকম পরিস্থিতিতে সভাপতি দরখাস্ত পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে (এক সপ্তাহের আগে নয়) সাধারণ সভা আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দিবেন। অনাস্থা প্রস্তাব সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে পাশ হলে সভার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই পুণরায় নির্বাচন দিতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ে সাধারণ সভা আহবান না করা হলে কার্যনির্বাহী কমিটি সয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) যে কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত হলে কমপক্ষে ১০০ জন সাধারণ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন, নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করার জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে। সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত সাধারণ সভায় উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহন করা হবে।

ষষ্ঠদশ অনুচ্ছেদ

গঠনতন্ত্র পরিবর্তন:

নিম্নেবর্ণিত শর্ত ও রীতি অনুসারে অনুচ্ছেদ ৭ ছাড়া গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা যাবে:

ক) যদি পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের কোন প্রস্তাব সমিতির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে লিখিত ভাবে সভাপতির কাছে পেশ করা হয় এবং

খ) যদি এ রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের জন্য গঠনতন্ত্রে যে সকল অংশ প্রস্তাবিত হবে, তা প্রস্তাবকারীগণ সমতির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করেন এবং

গ) যদি এ জন্য আহুত কোন সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এরকম প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

ঘ) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রস্তাব পাওয়ার এক মাসের মধ্যে (তিন সপ্তাহের আগে নয়) তা আলোচনা ও বিবেচনার জন্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

ঙ) যদি পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের কোন প্রস্তাব বা তার কোন অংশ সাধারণ সভায় গৃহীত না হয়, তবে বর্তমান বৎসরে আবার এ রকম প্রস্তাব পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের জন্য আনা যাবে না।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উপবিধি (Bye Laws)

অনুচ্ছেদ-১

সদস্যগণের চাঁদা দেয়ার পদ্ধতি:

১) সাধারণ সদস্যকে প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হবে। যদি বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন খরচের প্রয়োজন হয় যা আগে অনুমান করা যায়নি তা সাধারণ সদস্যগণের উপর অতিরিক্ত চাঁদা ধার্য করা যাবে (contribution)। এক্ষেত্রে চাঁদার পরিমান সাধারণ সভার মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।

২) সাধারণ সদস্যগণের কোন ভর্তি ফি লাগবে না। মাসিক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে তাঁরা সদস্যপদ লাভ করবেন।

অনুচ্ছেদ-২

সম্মানসূচক সদস্যগণের ভর্তি পদ্ধতি:

অনুচ্ছেদ-৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ "খ" অনুসারে কোন যোগ্য ব্যক্তিত্বকে সম্মানসূচক সদস্যপদ দেয়া যেতে পারে। এজন্যে সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদন লাভ করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ভগ্নাংশকে এক বলে গণ্য করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৩

সভা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি:

১) সাধারণ সভা:

ক) কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে বার্ষিক কর্মসূচি ও বাজেট প্রণয়ন এবং কার্যকাল শেষ হওয়ার অনতিপূর্বে চলতি কার্যক্রমের কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবেচনার জন্য একটি করে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া নিয়মিত কাজের জন্য প্রয়োজনবোধে ৭ দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন সময় সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে।

খ) সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক ২৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

২) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা:

ক) সাধারণতঃ প্রতি মাসে একটি এবং প্রয়োজনবোধে সাধারণ সম্পাদকের ২৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে যে কোন সময় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হতে পারে।

খ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ন্যূনতম তিন ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা হতে পারে।

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্যের ৫০ শতাংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে। ভগ্নাংশকে এক বলে গণ্য করতে হবে।

৩) সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে দুই দলের ভোট সমান হলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) দিতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-৪

সমিতির নির্বাচন পদ্ধতি:

১) সমিতির সমূদয় চাঁদা পরিশোধ পূর্বক ভোট দেয়ার বা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

২) কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের ন্যূনতম ৭ দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন।

৩) গোপন ব্যালট/ ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রার্থী বা প্রার্থীর নিযুক্ত ব্যক্তির (Agent) উপস্থিতিতে ভোট গ্রহণের পরপরই একই দিনে অবশ্যই ভোট গণনা করা হবে। ভোট গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

৪) প্রতি পদের জন্য একজন ভোটার একটি মাত্র ভোট দিতে পারবেন।

৫) কোন সদস্য একই সময় একের অধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না এবং পর পর দুই বারের বেশী একই পদে বহাল থাকতে পারবেন না।

৬) সভাপতি প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করবেন, তবে তাঁর ভোট দেয়ার অধিকার ক্ষুন্ন হবে না। কোন পদে ভোট সমান হলে লটারির মাধ্যমে এর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৫

নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন:

১) শিক্ষক সমিতির যে কোন সাধারণ সদস্য যে কোন পদে যে কোন সদস্যের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন, যা অন্য আর একজন সদস্য সমর্থন করবেন এবং প্রার্থীর এতে সম্মতি থাকতে হবে। এ সব প্রস্তাব, সমর্থন ও সম্মতি লিখিতভাবে হতে হবে।

২) মনোনিত ব্যক্তি, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম স্পষ্ট, শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হতে হবে। অস্পষ্ট, অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩) প্রিজাইডিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন এবং যদি কোন অবৈধ মনোনয়নপত্র থাকে, তা বাতিল করে বৈধ প্রার্থীর নাম নির্বাচনের ন্যূনতম ৪৮ ঘন্টা আগে প্রচার করবেন।

৪) মনোনীত প্রার্থী সভাপতির কাছে লিখিত দরখাস্ত করে নির্বাচনের কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন।

৫) সাধারণ সম্পাদক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং নির্বাচনের বেশ পূর্বে তা সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করবেন।

৬) সকল ভোটারকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৬

কার্যনির্বাহী কমিটির শূন্যপদ পূরণ:

১। কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে যদি কোন কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা:

ক) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যান।

বা

খ) সমিতির সাধারণ সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

বা

গ) পদত্যাগ করেন এবং তা গৃহীত হয়।

বা

ঘ) ৯০ দিনের অধিক সময়ের জন্যে বিদেশে চলে যান। পদত্যাগের জন্যে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত তারিখ থেকে পদ শূন্য বলে গণ্য করা হবে।

২। উপরে উল্লিখিত যে কোন কারণে কোন পদ শূন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। সভাপতি নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি দিবেন এবং মনোনয়নপত্র আহ্বান করবেন। এ নির্বাচন সাধারণ নির্বাচনের শর্ত ও রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। কোন অবস্থাতেই কোন পদ এক মাসের বেশী শূন্য থাকতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ-৭

পদত্যাগ:

যদি কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চান, তবে তাঁকে কারণসহ লিখিতভাবে সভাপতির কাছে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। তা বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।